NATIONAL THEMATIC FORUM
CHILD MARRIAGE

পজিশন পেপার

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ: পটভূমি, কারণ এবং প্রতিরোধ কৌশল

ছবিঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি স্কুলের ছাত্রীগণ বাল্যবিয়ে রোধকল্পে শপথ গ্রহণ করছে।

পটভূমি

এই পজিশন পেপারটি তৈরি করা হয়েছে 'ন্যাশনাল থিম্যাটিক ফোরাম (এনটিএফ)' - এর সদস্যদের অভিজ্ঞতা থেকে, যারা সুশীল সমাজ এবং সরকারী জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

ন্যাশনাল থিম্যাটিক ফোরাম হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সমাজ এবং তৃণমূল/স্থানীয় সংস্থাগুলির একটি থিম-ভিত্তিক প্লাটফর্ম। এই ফোরাম নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের অগ্রাধিকারের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। প্লাটফর্মস ফর ডায়ালগ প্রকল্প ন্যাশনাল থিম্যাটিক ফোরামের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সহায়তা করছে।

এই পজিশন পেপারটি প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং এনটিএফ এর সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পজিশন পেপারে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার প্রকৃতি, কারণ এবং বাল্যবিবাহ রোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নির্মূলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ (স্টেকহোল্ডারস) কি ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী ও কন্যাশিশুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গত ২০ বছরে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। যেমন মাতৃমৃত্যু ও সন্তান জন্মদানের হার কমেছে, বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে ইত্যাদি। এ ধরনের অগ্রগতি সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়ে গেছে।

দেশে প্রতি চার জন মেয়ের মধ্যে প্রায় এক জনের ১৫ বছরের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, আর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় ৫৯ শতাংশেরও বেশি মেয়ের (নিপোর্ট ও আইসিএফ, ২০১৯)। ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধে কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাল্যবিবাহের হারের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং বিশ্বব্যাপী চতুর্থ স্থানে রয়েছে (ইউনিসেফ, ২০১৯)। গত কয়েক বছরে ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই অর্থাৎ বাল্যবিবাহ কমেনি।

করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারী চলাকালীন, সরকার ঘন ঘন লকডাউন আরোপে বাধ্য হয়, যার ফলে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হতে পারেনি। সে কারণে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা বাড়ে। মহামারীর কারণে বেকারত্ব, দারিদ্য, খাদ্য ঘাটতি, অভিভাবকদের মধ্যে ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত উদ্বেগ বাল্যবিবাহের এই ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

তাছাড়া, কোভিড-১৯ মেয়েদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। মহামারী-সম্পর্কিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সেবা গ্রহণের প্রবেশগম্যতা কঠিন করে দিয়েছিল। এর ফলে বাল্যবিয়ে, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

অধিকন্তু, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (৫.৩) হলোঃ সকল ক্ষতিকারক অভ্যাস, যেমন বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন দূর করা। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ দূর করা। তাই, বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, কর্মসূচি এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ দূর করার জন্য সরকার বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনপিএ) চালু করেছে।

সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী উভয়েরই অগ্রাধিকার হলো বাল্যবিবাহ নির্মূল করা। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, বাল্যবিবাহ নির্মূল বা বিলম্বিতকরণের ফলে শিশুদের শৈশব সংরক্ষিত হয়, তাদের শিক্ষা ও জীবনযাপনের অধিকার সুরক্ষিত হয়, সহিংসতা ও শোষণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং দারিদ্র্যের আন্তঃ প্রজন্ম চক্র (inter-generational cycle) থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তাই এনটিএফ বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সামাজিকভাবে একটি অবস্থান নেয় যাতে বাল্যবিবাহ রোধের প্রয়োজনীয়তা এবং এর নেতিবাচক বিষয়গুলির উপর স্থানীয়দের ধারণা বৃদ্ধি পায় এবং এতে উৎসাহিত হয়ে তারা কমিউনিটি পর্যায়ে বাল্যবিবাহ রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত প্রধান প্রধান সমস্যা

বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব কেবলমাত্র মেয়েদের উপর নয় বরং সমগ্র সমাজের উপরও পড়ে। বাল্য বিবাহের কারণে মেয়েদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ বা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া কম বয়সে গর্ভধারণের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা আবার মাতৃমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকন্তু বাল্যবিবাহের সঙ্গে উচ্চ মাতৃমৃত্যু ও মোট ফার্টিলিটি বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। এটি নারীর প্রতি অবমাননা, সহিংসতা, যৌন হয়রানি, অসম সম্পর্ক ইত্যাদির সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

অধিকন্তু ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতা। গর্ভধারণজনিত জটিলতার কারণে বয়স্ক গর্ভবতী নারীদের তুলনায় ১৫ বছরের কম বয়সী গর্ভবতী মেয়েরা পাঁচগুণ বেশি মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে অর্থাৎ ১৫ বছরের কমবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি (মারফি ও কার, ২০০৭)। আরও দেখা গেছে, যেসব মেয়ের কম বয়সে বিয়ে হয় তারা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকে বেশি (ইউএসএআইডি, ২০০৯)।

বাল্যবিবাহের কারণসমূহ

সমাজে বাল্যবিবাহের উপস্থিতি নানাবিধ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে, নানাবিধ উপাদান বাল্যবিবাহ সংঘটনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যেমনঃ সামাজিক বৈশিষ্ট্য (শিক্ষা, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, নিরাপত্তাবোধ, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস যেমন মেয়েদের সতীত্ব রক্ষা), অর্থনৈতিক কারণ (দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সুযোগ, কর্মসংস্থান), সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (লিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি,ধর্ম) এবং অন্যান্য উপাদান (শারীরিক নিরাপত্তাহীনতা, বিবাহ ও যৌতুকের চাহিদা, মেয়ে সন্তানের সতীত্ব রক্ষা নিয়ে বাবা-মার উদ্বেগ)।

বিআইডিএস (২০১৯)- এর গবেষণায়ও দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে। এ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দরিদ্রতা; নিরক্ষরতা ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব; বেকারত্ব বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারত্ব; শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি পারিবারিক মর্যাদা/সম্মানহানির ভয়; সন্তানের বিশেষ করে মেয়ে সন্তানের প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা নিয়ে বাবা-মার উদ্বেগ; প্রবাসী পাত্রের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রে কম বয়সী মেয়েদের উচ্চ চাহিদা; বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌতুকের চাহিদা বৃদ্ধির ভয়; বিয়ের বয়স পার হওয়ার আগেই বিবাহ না দিতে পারার শঙ্কা অর্থাৎ অবিবাহিত থাকার শঙ্কা; আগে বিয়ে দেওয়া ভালো এ ধরনের প্রচলিত বিশ্বাস বিশেষ করে দরিদ্র ও নিরক্ষর বাবা-মায়ের মধ্যে; এবং আইন ও বিধিবিধানের কার্যকর প্রয়োগের অভাব।

বান্দরবান জেলার একজন এনটিএফ প্রতিনিধি অবহিত করেছেন যে, তার এলাকায় প্রতিটি পরিবারে উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা খুবই কম, এবং উপার্জনকারীদের বেশিরভাগ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাদের নিজস্ব জমি না থাকায় কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতিতে, পরিবারের মেয়ে সদস্য একটি আর্থিক বোঝা হিসাবে পরিগনিত হয়, এবং বাল্যবিবাহ পিতামাতার জন্য সর্বোত্তম সমাধান বলে তারা মনে করেন।

এছাড়া বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো পিতামাতার শিক্ষার অভাব এবং কন্যাকে শিক্ষিত করার মানসিকতার অভাব। যেসব অভিভাবকরা নিরক্ষর এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, তারা তাদের কন্যা সন্তানদেরকে লেখাপড়া করাতে চান না। পিতামাতার দারিদ্র্য ও উদাসীনতা কন্যা সন্তানকে শিক্ষিত হতে দেয় না। যেসব মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তারা বাল্যবিবাহের লক্ষ্যতে পরিণত হয়, এবং বেশিরভাগ সময় তাদের বাবা-মা তাদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে দিয়ে দেয়।

এনটিএফ-এর সদস্যদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে সন্তান বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছালে বেশিরভাগ গ্রামের মানুষ তাদের সন্তানের বিয়ে দেয়াকে নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ সংক্রান্ত আইন উপেক্ষিত হয়। দরিদ্র্য পরিবারে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তেমন না থাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বাড়ছে। তবে শিক্ষিত পরিবারগুলোর মানসিকতা এইরকম নয়।

বাল্যবিবাহ শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরে মূলত বস্তি এলাকায়ও বেড়েছে যেখানে দরিদ্র্য ও অতি দরিদ্র্য পরিবার বসবাস করে। বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অনেক অভিভাবককে তাদের সন্তানদের বাড়িতে রেখে কাজে যেতে হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিবেচনায় বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন এনটিএফ সদস্য বলেছেন যে, তার বাসার সাহায্যকারী মহিলা তার ১৩ বছরের মেয়েকে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে এক বৃদ্ধ বরের সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া, আরও বেশ কিছু সমসাময়িক কারণ রয়েছে বাল্যবিবাহের। যেমনঃ শিশুকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেয়া, দুর্বল বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থা, ভুয়া/জাল বয়সের নোটারাইজেশন, এবং ভুক্তভোগী সচেতনতার অভাব।

বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহকে একটি প্রথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে। এছাড়া বাল্যবিবাহ বিধিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন ও তদারকি ব্যবস্থা বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণে না আসার আরেকটি প্রধান কারণ।

সমাজ ও মানুষের ওপর বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাল্যবিবাহ শুধুমাত্র মেয়েদের উপরই নয় বরং দেশের উন্নয়নেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাবগুলো হল: অকাল গর্ভধারণ, মহিলাদের স্বাস্থ্যের এবং জীবনের ঝুঁকি, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি, পারিবারিক অশান্তি এবং মানসিক অবসাদ, মেয়েদের প্রতি সহিংসতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি। বাল্যবিবাহ মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছা, তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার বিশেষ করে নিজস্ব সাস্থ্য ও যৌন সুস্থতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকে খর্ব করার মাধ্যমে তাদের নিজের ও পারিবারিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অকাল গর্ভধারণ (এর সাথে বাল্যবিবাহ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত), মেয়েদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। কম বয়সে বিবাহিত মেয়েরা সাধারণত তাদের বিয়ের এক বছরের মধ্যে সন্তান নেয়ার প্রচণ্ড চাপে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মায়েদের তুলনায় কিশোরী মায়েরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে ও গর্ভধারণজনিত জটিলতায় ভোগে। আর কিশোরী মায়েদের সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রাপ্তবয়স্ক মায়েদের তুলনায় দ্বিগুণ।

বাল্যবিবাহের কারণে শুধু মেয়েরাই নয় তাদের পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিয়ের পর মেয়েরা সাধারণত শিক্ষার সুযোগ পায় না। আর এ কারণে বিবাহিত মেয়েদের অনেকের ব্যক্তিগত, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বা উন্নয়ন যেমন বাধাগ্রস্ত হয় তেমনি তাদের সামাজিক যোগাযোগ এবং ভাল চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও সংকুচিত হয়ে পড়ে (আফরোজা, ১৯৯৯)। বাল্যবিবাহের কারণে পারিবারিক সহিংসতা বেশি দেখা দেয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহের ফলে একদিকে যেমন শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস পায়, তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ব্যহত হয়। খুব অল্পবয়সী স্ত্রী এবং বয়স্ক স্বামীর মধ্যে বিবাহ স্থিতিশীল কম হয়, ব্যাপক পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও মানসিক অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যায়, এবং সর্বোপরি বিবাহ বিচ্ছেদে পরিনত হয়, অথবা বহুবিবাহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

বাল্যবিবাহ নির্মূলে জাতীয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সিএমআরএ)-২০১৭ পাস করেছে, যা ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সিএমআরএ) বাতিল ও প্রতিস্থাপিত করেছে এবং বাল্যবিবাহের শাস্তি জোরদার করেছে। এছাড়াও সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইনের পাশাপাশি সহযোগী একাধিক নীতিমালাও বাস্তবায়ন করছে:

- **বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-২০৩০ (এনপিএ):** ২০১৮ সালে, বাংলাদেশ সরকার ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এনপিএ-গ্রহণ করে যাতে করে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হয় ২০২১ সালের মধ্যে, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার লক্ষ্য নেয়া হয় (এনপিএ, ২০১৭)।
- **জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ (এনসিপি):** এনসিপি সকল শিশুদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় যা "সহিংসতা, বিয়ে, পাচার এবং বাণিজ্যিক যৌনতায় বাধ্য করা এবং কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে শিশুদেরকে সুরক্ষিত করে " (এনসিপি, ২০১১)।
- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ (এনডব্লিউডিপি):** এনডব্লিউডিপি-র একটি লক্ষ্য রয়েছে "অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ, কন্যা শিশুর ধর্ষণ, নির্যাতন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ" নিশ্চিত করা।
- **কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্যবিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০:** এনএসএএইচ বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা এবং বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণের উচ্চহারকে একটি "জাতীয় উদ্বেগ" হিসেবে গণ্য করে যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বাল্যবিবাহ মোকাবেলার জন্য সামাজিকভাবে ইতিবাচক একটি পরিবেশ তৈরি করা।
- **জনসংখ্যা নীতি- ২০১২:** জনসংখ্যা নীতি-২০১২ কিশোর/কিশোরীর জন্য বিভিন্ন কল্যাণ কর্মসূচির আহ্বান জানায়, যার লক্ষ্য হলো অবিবাহিত মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে বিলম্বে বিবাহকে উৎসাহ প্রদান করা (পিপি, ২০১২)।

স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ নির্মূলে দৃশ্যমান পদক্ষেপসমূহ

এনটিএফ সদস্যরা জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত হয়ে নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠনে সহযোগিতা করেছে।

এনটিএফ সদস্যের মতে, গত তিন বছরে নাটোরে মোট ২৭৮টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলা জুড়ে লাগানো বিলবোর্ডে দেওয়া নম্বরে ফোন করে দুই শতাধিক বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের সাঁড়াশি অভিযান ও ৯৯৯-এর কল্যাণে আরও ৭৮টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, জেলা প্রশাসক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবার থেকে আসা মেয়েরা যেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষা চালিয়ে নিতে পারে তার জন্য বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেন। প্রতি মাসে জেলা প্রশাসক নিজ এলাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ হয়েছে কিনা তা তদারকি করতে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে। নীলফামারী জেলায় বিভিন্ন জায়গায় এলাকাবাসীর সাথে উঠান বৈঠক করা হচ্ছে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য। বাল্যবিবাহ রোধে এনজিওগুলোও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাধাসমূহ

এটা প্রতীয়মান যে, বাল্যবিবাহ সবসময়ই বাংলাদেশের মতো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনটিএফ সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে রিপোর্ট করেছেন যে, তারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পদক্ষেপের অভাব, প্রশাসনের অসহযোগিতা ও উদাসীনতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, জন্ম সনদের অস্পষ্টতা, নিবন্ধনবিহীন সনাতনী পদ্ধতিতে বিয়ে হওয়া, রাজনৈতিক প্রভাব, স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব, এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিরাপত্তার অভাব।

বাল্যবিবাহ নির্মূলে করণীয়

বাল্যবিবাহ নির্মূলের জন্য প্রয়োজন বহুপাক্ষিক ও পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ। বাল্যবিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

• **বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি সক্রিয় করা:** বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন এর বিধিমালা অনুযায়ী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় পর্যায়ে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং বেসরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি (সিএমপিসি) সক্রিয় করা।

• **সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কৌশল গ্রহণ:** সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে (কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন) সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদারকরণের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন এর পাশাপাশি কৌশল বাস্তবায়ন করা দরকার। বাল্যবিবাহ নির্মূল করার যুদ্ধে জয়ী হতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে এনটিএফ -এর অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা গেছে, যখন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ একযোগে কাজ করেছে তখনই সফলতা এসেছে বা ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার ও ফলপ্রসূকরণ, বাল্যবিবাহ বন্ধকরণ, মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতাভিত্তিক ও সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা জরুরি।

• **আইন ও বিধিবিধান সংশোধন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ:** আইনে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের বৈধ বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। আইনে যেমন বলা আছে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ তেমনি বলা আছে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিয়ে দেয়া যাবে। এ বিশেষ বিধান বা ধারার অপব্যবহার করে দেশে অনেক বাল্যবিবাহ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অধিকন্তু অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলেও তা অবৈধ হয়ে যায় না। তাই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (২০১৭) এর প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রয়োজন যা যে কোন পরিস্থিতিতেই শিশুকে বাল্য বিয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।

• **কমিউনিটির আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন:** মা-বাবার কাছে সন্তানের শারীরিক নিরাপত্তা এবং সহিংসতা ও নির্যাতনের হুমকি মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। আর এ কারণেই অনেক বাবা মা তাদের কন্যাসন্তানদের তড়িঘড়ি করে বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেয়। সুতরাং মেয়েদের পাশাপাশি তাদের মা-বাবারা চলাচলের ক্ষেত্রে যাতে নিরাপদ বোধ করে সেজন্য সমাজে আইনশৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের প্রতি যেকোনো ধরনের সহিংসতা রোধ করতে হবে। আর এ ধরনের প্রচেষ্টার সাথে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগ-কারী সংস্থা, স্থানীয় প্রভাবশালী, সুশীল সমাজ সংগঠন ও স্থানীয় সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

• **স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা:** অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় প্রভাবশালী, ছেলে, মেয়ে এবং সম্ভাব্য পাত্রপাত্রীদের জন্য জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন অংশের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। সুতরাং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এনটিএফ -এর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কমিউনিটির মানুষজনকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি একাধিক উপায়/পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। কেবল প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনাই যথেষ্ট নয়, এর পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য পদক্ষেপ বা কার্যক্রমও গ্রহণ করতে হবে।

• **মেয়েদের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোকে মেয়েবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা:** বাল্যবিবাহ হ্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। সকল মেয়েই বিদ্যালয়ে যায় তা যেমন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, তেমনি মেয়েদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্তকরণে সহায়তা করা ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ দুটো বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া ছাড়াও বিদ্যা-লয়গুলোকে মেয়েবান্ধব হতে হবে যাতে তারা বিদ্যালয়ে যেতে ও স্কুল সময়ে বিদ্যালয়ে থাকতে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

• **মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ:** শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ অর্থাৎ নারীদের কর্মসংস্থান হলে বিবাহে বিলম্ব ঘটে। শিক্ষিত নারীদের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ অনেক বাবামাকে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত করে। মেয়ে ও তরুণীরা যাতে তাদের সামাজিক ও কারিগরি দক্ষতা গড়ে তুলতে পারে সেজন্য তাদের সহায়তা করা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তরুণীদের জন্য বিশেষ করে শিক্ষিত ও দক্ষতাসম্পন্ন তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ।

• **বাল্যবিবাহ হ্রাসকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারকরণ:** বাল্যবিবাহের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দরিদ্র্যতা। অনেক দরিদ্র্য পরিবারে কন্যা সন্তানকে বোঝা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এ কারণে কন্যা সন্তানদেরকে কম বয়সে অর্থাৎ বিয়ের বিয়স হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদের ও তাদের পরিবারদেরকে প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা বাল্যবিবাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে একটি অন্যতম উপায় হলো বাল্যবিবাহ হ্রাসকল্পে কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে কৌশল প্রণয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা।

• **ওয়াচ ডগ হিসেবে দায়িত্ব পালন:** স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ হ্রাসে স্থানীয় নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলো পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় এবং তরুণ চেঞ্জমেকারদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এছাড়া তারা অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি, এবং স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে ঘনিষ্টভাবে ও একযোগে কাজ করতে পারে।

উপরন্তু, এনটিএফ সদস্যরা যারা জেলা পর্যায়ে কাজ করছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাল্যবিবাহ নিয়ে ধর্মীয় সভায় আলোচনা, অনলাইনে বিবাহ নিবন্ধন, ডিজিটাল জন্ম সনদ প্রদান, বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় জন্ম সনদের ক্রস চেকিং বাল্যবিবাহ কমাতে সাহায্য করে।

বাল্যবিবাহ নির্মূল এক ধরনের লড়াই। কোন একক কৌশল বা সংস্থার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের যৌথ, সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা। বাল্যবিবাহ নির্মূলের লক্ষ্যে এনটিএফ প্রস্তাবিত কিছু পদক্ষেপঃ

পদক্ষেপ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংগঠন
• স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন
• বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭-এর নিয়ম অনুসরণ করে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটিকে সক্রিয় করা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন
• সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কৌশল গ্রহণ	স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন
• আইন ও বিধিবিধান সংশোধন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ	কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
• কমিউনিটির আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন	সুশীল সমাজ সংগঠন, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
• মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোকে নারীবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা	সুশীল সমাজ সংগঠন, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক
• মেয়েদের বিশেষ করে শিক্ষিত মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	সুশীল সমাজ সংগঠন, কেন্দ্রীয় সরকার, বেসরকারি/ব্যক্তিখাত
• বাল্যবিবাহ হ্রাসকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারকরণ	কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
• পর্যবেক্ষকের ভূমিকাপালন	সুশীল সমাজ সংগঠন, জনপ্রতিনিধি

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু কেবল এনটিএফ এবং গবেষকদের (ডঃ বদরুন নেছা আহমেদ এবং ডঃ এস এম জুলফিকার আলী, বিআইডিএস)। এটি বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতামতকে প্রতিফলিত করে না।

Platforms for Dialogue

www.p4dbd.org

www.facebook.com/P4DBD

www.youtube.com/channel/UCOSlJh4DTjQjToOjWeY0zQg/featured

Platforms for Dialogue, British Council
House 13/B, Road 75, Gulshan 02, Dhaka 1212, Bangladesh.

P4D@BritishCouncil.org